IslamHouse.com

[illegible]

[illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible]

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

النفاق وأنواعه

(باللغة البنغالية)

صالح بن فوزان الفوزان

ترجمة: د/ محمد منظور إلهي
مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............. মুনাফিক ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুনাফিকদের অহীর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। আজও মুনাফিকদের চরিত্র বর্তমান সমাজে রয়েছে। দিন দিন এ সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে নিফাকের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও এর ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ’র আলোকে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।

নিফাকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

নিফাকের সংজ্ঞা :

আভিধানিকভাবে নিফাক শব্দটি نـافق ক্রিয়ার মাসদার বা মূলধাতু। বলা হয় - نَافَقَ، يُنَافِقُ، نِفَاقًا وَمُنَافَقَةً শব্দটি النَافِقَاء থেকে গৃহীত যার অর্থ ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর গর্তের অনেকগুলো মুখের একটি মুখ। তাকে কোনো এক মুখ দিয়ে খোঁজা হলে অন্য মুখ দিয়ে সে বের হয়ে যায়।

এও বলা হয়ে থাকে যে, নিফাক শব্দটি نفقٌ থেকে গৃহীত যার অর্থ - সেই সুড়ঙ্গ পথ যাতে লুকিয়ে থাকা যায়।

শরী'আতের পরিভাষায় নিফাকীর অর্থ হলো- ভেতরে কুফুরী ও খারাবী লুকিয়ে রেখে বাহিরে ইসলাম যাহির করা। একে নিফাক নামকরণের কারণ হলো সে এক দরজা দিয়ে শরী'আতে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। এ জন্যই এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন,

﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٦٧﴾ [التوبة: ٦٧]

“নিশ্চয় মুনাফিকরাই ফাসিক-পাপচারী।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৮]

[illegible]

﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا ١٤٥﴾ [النساء: ١٤٥]

“[illegible]” [[illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible],

﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ١٠﴾ [البقرة: ٩، ١٠]

“[illegible]” [[illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]-[illegible]]

[illegible]:

নিফাকী দুই প্রকার:
প্রথম প্রকার: ইতেক্বাদ বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিফাকী:
একে বড় নিফাকী বলা হয়। এতে মুনাফিক ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ইসলামকে যাহির করে এবং কুফুরীকে গোপন রাখে। এ প্রকারের নিফাকী ব্যক্তিকে পুরোপুরিভাবে দীন থেকে বের করে দেয়। উপরন্তু সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়। আল্লাহ তা‘আলা এ প্রকারের মুনাফিকদেরকে যাবতীয় নিকৃষ্ট গুণাবলীতে অভিহিত করেছেন। কখনো কাফির বলেছেন, কখনো বেঈমান বলেছেন, কখনো দীন ও দীনদার লোকদের প্রতি ঠাট্রা-বিদ্রুপকারী হিসেবে তাদেরকে বর্ণনা করেছেন এবং এও বলেছেন যে, তারা দীন-ইসলামের শত্রুদের প্রতি পুরোপুরিভাবে আসক্ত, কেননা তারা ইসলামের শত্রুতায় কাফিরদের সাথে অংশগ্রহণ করে থাকে। এরা সব যুগেই বিদ্যমান, বিশেষ করে যখন ইসলামের শক্তি প্রবলভাবে প্রকাশ পায়।
যেহেতু এ অবস্থায় তারা প্রকাশ্যে ইসলামের মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়,

তাই তারা যাহির করে যে, তারা ইসলামের মধ্যে আছে, যেন ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারে এবং মুসলিমদের সাথে মিলেমিশে থেকে নিজেদের জান-মালের হিফাযত করতে পারে।
অতএব, মুনাফিক বাহ্যিকভাবে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা দিলেও অন্তরে এসব কিছু থেকেই সে মুক্ত, বরং এগুলোকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহর প্রতি তার ঈমান নেই এবং এ বিশ্বাসও নেই যে, তিনি তাঁর এক বান্দার ওপর পবিত্র কালাম নাযিল করেছেন, তাকে মানুষের প্রতি রাসূল করে পাঠিয়েছেন, আল্লাহর হুকুমে তিনি তাদেরকে হিদায়াত করবেন, তাঁর প্রতাপ সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করবেন এবং তাঁর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা এসব মুনাফিকদের স্বরূপ উম্মোচন করেছেন, তাদের রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছেন এবং বান্দাদের সামনে তাদের মু‘আমেলা

স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তারা এসব মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকে। আল্লাহ তা‘আলা সূরা বাকারাহ’র শুরুতে তিন শ্রেণির লোকদের কথা বর্ণনা করেছেন: মুমিন, কাফির এবং মুনাফিক। মুমিনদের সম্পর্কে চারটি আয়াত, কাফিরদের সম্পর্কে দু‘টি আয়াত এবং মুনাফিকদের সম্পর্ক তেরোটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। সংখ্যায় মুনাফিকদের আধিক্য, মানুষের মধ্যে তাদের নিফাকীর ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর তাদের ভীষণ ফিতনা সৃষ্টির কারণেই তাদের ব্যাপারে এত বেশি আলোচনা করা হয়েছে। মুনাফিকদের কারণে ইসলামের ওপর অনেক বেশি বালা-মুসীবত নেমে আসে। কেননা ইসলামের প্রকৃত শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তারা মুসলিম হিসেবে পরিচিত এবং তাদেরকে ইসলামের সাহায্যকারী ও বন্ধু ভাবা হয়। তারা নানা উপায়ে ইসলামের শত্রুতা করে থাকে। ফলে অজ্ঞ লোকেরা ভাবে যে, এ হলো তাদের দীনী ইলম ও সংস্কার কাজের বহিঃপ্রকাশ। অথচ প্রকারান্তরে তা তাদের মূর্খতা এবং ফাসাদ সৃষ্টিরই নামান্তর।

এ প্রকারের নিফাকী আবার ছয় ভাগে বিভক্ত:
১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা।
২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরী‘আতের কোনো অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ
‘আলাইহি ওয়াসাল্লারেম প্রতি
বিদ্বেষ পোষণ করা।
৪. তাঁর আনীত দীনের কিয়দংশের প্রতি বিদ্বেষ রাখা।
৫. তাঁর আনীত দীনের পতনে খুশী হওয়া।
৬. তাঁর আনীত দীনের বিজয়ে অখুশী হওয়া এবং কষ্ট অনুভব করা।
দ্বিতীয় প্রকার: আমলের নিফাকী
এ প্রকারের নিফাকী হলো- অন্তরে ঈমান রাখার পাশাপাশি মুনাফিকদের কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া। এ নিফাকীর ফলে ব্যক্তি ইসলামী মিল্লাতের গণ্ডী থেকে বের হয় না, তবে বের হওয়ার রাস্তা সুগম হয়ে যায়। এ ধরনের লোকদের মধ্যে ঈমান ও নিফাকী উভয়ের অস্তিত্বই রয়েছে। নিফাকীর পাল্লা

[illegible]

«أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»

“[illegible]”[1]

[illegible]

---

[1] [illegible]

যায় তার মধ্যে নিফাকীর একটি স্বভাব বিদ্যমান। কেননা বান্দার মধ্যে কখনো একাধারে উত্তম ও মন্দ স্বভাবসমূহ এবং ঈমান ও কুফুরী - নিফাকীর স্বভাবসমূহের সমাহার ঘটে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে তার ভালো ও মন্দ কাজ অনুযায়ী সে সাওয়াব ও শাস্তির উপযুক্ত হয়।

আমলী নিফাকের মধ্যে রয়েছে - মসজিদে জামা ‘আতের সাথে সালাত আদায়ে অলসতা করা। কেননা এটি মুনাফিকদেরই একটি গুণ।

মোটকথা নিফাকী অতীব খারাপ ও বিপজ্জনক একটি স্বভাব। সাহাবীগণ এতে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে শঙ্কিত থাকতেন। ইবন আবি মুলাইকা বলেন ,

«أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ»

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্রিশজন সাহাবীর দেখা পেয়েছি যারা প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে নিফাকে পতিত হওয়ার ভয় করতেন।”[2]

বড় নিফাকী ও ছোট নিফাকীর মধ্যে পার্থক্য :

[2] সহীহ বুখারী (১/১৮) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১. বড় নিফাকী বান্দাকে ইসলামী মিল্লাতের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়। পক্ষান্তরে ছোট নিফাকী (আমলী নিফাকী) মিল্লাত থেকে বের করে না।
২. বড় নিফাকীর মধ্যে আকীদার ক্ষেত্রে ভেতরে ও বাহিরে (বাতেন ও যাহের) দু‘রকম থাকে। আর ছোট নিফাকীর মধ্যে আকীদাহ নয়; বরং শুধু আমলের ক্ষেত্রে অন্তরথ-বাহির দু‘রকম থাকে।
৩. বড় নিফাকী কোনো মুমিন থেকে প্রকাশ পায় না; কিন্তু ছোট নিফাকী কখনো মুমিন থেকে প্রকাশ পেতে পারে।
৪. বড় নিফাকীতে লিপ্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ তওবা করে না। আর তাওবা করলেও তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অথচ ছোট নিফাকীতে লিপ্ত ব্যক্তি অনেক সময়ই তাওবা করে থাকে এবং আল্লাহ ও তার তাওবা কবুল করেন।
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, ‘অনেক সময় মুমিন বান্দা নিফাকীর কোনো কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তার তাওবা কবুল

[illegible]

«يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُحَدِّثُ نَفْسِي بِالْحَدِيثِ، لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ»

[illegible][3]

[illegible]

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ»

[3] [illegible]

“[illegible], [illegible] [illegible]’’[4] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]‘[illegible],

﴿صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ ١٨﴾ [البقرة: ١٨]

“[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]” [[illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible]:

﴿أَوَلَا يَرَوۡنَ أَنَّهُمۡ يُفۡتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٖ مَّرَّةً أَوۡ مَرَّتَيۡنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمۡ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦﴾ [التوبة: ١٢٦]

“[illegible], [illegible]? [illegible]” [[illegible]-[illegible], [illegible]: [illegible]]

---

[4] [illegible], [illegible]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, প্রকাশ্যেভাবে তাদের তাওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মতানৈক্য রয়েছে। কেননা তাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয় না। কারণ, তারা তো সব সময়ই ইসলাম যাহির করে থাকে। সমাপ্ত

13